তাওহীদুল ইবাদাহ

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

সংকলন

শাইখ মুহাম্মাদ বিন শামী বিন মাতাঈন শায়বাহ

ভাষান্তর : শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান মাদানী

সম্পাদনা : অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

توحيد العبادة

تأليف : الشيخ محمد بن شامي بن مَطَاعِن شيبة

ترجمة : الشيخ محمد عبد الرب عفان المدني

المراجعة : أ. د. عبد الله فاروق

তাওহীদুল ইবাদাহ

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

সংকলন : শাইখ মুহাম্মাদ বিন শামী বিন মাতাঈন শায়বাহ
সাবেক বিচারপতি উচ্চ আদালত, মুফতী জাযান এলাকা ও বীশ ইসলামী
সেন্টারের সম্মানিত চেয়ারম্যান, সৌদি আরব এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ভাষান্তর : শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান মাদানী
দাওরা হাদীস ও সাবেক শিক্ষক : মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।
কামিল হাদীস : সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
আলোচক : আল-রিসালাহ টিভি, রিয়াদ, সৌদি আরব।

সম্পাদনা : অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক
পি.এইচ.ডি. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।
ফজীলত, আল-জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, বেনারস, ভারত।
সাবেক সিনিয়র অফিসার, সামরিক শাখা, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা
এবং সাবেক চেয়ারম্যান, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ,
আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

দারুল কারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর মান্যবর সভাপতি

অধ্যাপক শাইখ ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী (হাফেজাহুল্লাহ)-এর

অভিমত

الحمد لِلّٰهِ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إياك نعبد وإياك نستغين.

অনুজপ্রতীম শাইখ আব্দুর রব আফ্‌ফান মাদানী একজন বিজ্ঞ আলেম, বাগ্মী ও সুলেখক। সৌদি আরবের দাওয়াহ্‌ সেন্টারের দক্ষ অনুবাদক হিসেবেও ইতোমধ্যে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন ও অনুবাদ কর্মে সিদ্ধহস্ত হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি শাইখ মুহাম্মদ বিন শামী শাইবা প্রণীত অতিমূল্যবান গ্রন্থ "তাওহীদুল ইবাদাহ : (একমাত্র আল্লাহর ইবাদত) তাৎপর্য বিশ্লেষণ" অনুবাদ করেছেন। অনুবাদকর্মটি তার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

উল্লেখ্য যে, আমি ও অনুবাদক পরস্পর চাচাতো ভাই। আমাদের পিতামহ আল্লামা হেদায়েতুল্লাহ মুর্শিদাবাদী ﷺ ছিলেন শাইখুল কুল ফিল কুল আল্লামা ইমাম নাজির হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর সরাসরি ৭ বছরের ছাত্র। দ্বীনের চর্চা ও খিদমত আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ, আলহামদুলিল্লাহ। শাইখ আব্দুর রব আফ্‌ফান-এর পিতা শাইখ আফ্‌ফান ﷺ আমার প্রাণপ্রিয় চাচা ও শিক্ষক ছিলেন। বিশিষ্ট মুফাসসির, ওয়ায়েয ও মুনাযের হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁরই কনিষ্ঠ সন্তান শাইখ আবদুর রব আফ্‌ফান অনুদিত ৪৫০ পৃষ্ঠার অধিক মহামূল্যবান এ গ্রন্থে তাওহীদ ও ইবাদতের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর রচিত পূর্ণাঙ্গ ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ বাংলাভাষায় এটিই প্রথম বলা চলে। এ গ্রন্থটিকে মুসলিমগৃহের আলোকবর্তিকা বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাওহীদ ঈমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অংশ।

পৃথিবীতে এর চেয়ে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ নেই, অথচ এটিই সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত। বক্ষমান গ্রন্হটি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য ও দলীলভিত্তিক অমূল্য উপহার। নির্ভেজাল আকীদার লালন ও বিশুদ্ধ আমলের প্রতিপালন এ গ্রন্থটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শির্ক-বিদ‘আতমুক্ত ঈমান ও আমলের অনুশীলনে এ গ্রন্থের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

শত ব্যস্ততার মাঝেও গ্রন্থটির সম্পাদনাকর্ম আমাকে পরিতৃপ্ত করেছে। আমি বিশ্বাস করি, পাঠকগণও পরিতৃপ্ত হবেন। আল্লাহ আমাদের কর্মসমূহ কবুল করে উত্তম বিনিময় দান করুন ও অনুবাদককে মহান আল্লাহ আরো বেশি বেশি ইসলামের খিদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক এনায়েত করুন, আমীন।

ধন্যবাদান্তে

ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

অনুবাদক পরিচিতি

নাম ও জন্ম : শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রব বিন আফ্ফান মাদানী। সম্মানিত শাইখ ১৯৭৪ সালের ১লা মার্চ বগুড়া জেলার অন্তর্গত শেরপুর থানাধীন সিরাজনগর গ্রামে এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শাইখ আফ্ফান ﵀ বিশিষ্ট শিক্ষক, মুফাসসির, ওয়ায়েয ও লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতিমান ছিল।

পিতামহ আল্লামা হেদায়েতুল্লাহ ﵀ মুর্শিদাবাদী ছিলেন শাইখুল কুল ফিল কুল-আরব ও অনারব বিশ্বখ্যাত আল্লামা ইমাম নাজির হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভী ﵀-এর সরাসরি সাত বছরের ছাত্র।

শিক্ষা : তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি সম্মানিত বাবা ও চাচা মাওলানা ফারুক হোসাইনের কাছে। শেরপুর থানাধীন জামুর ইসলামিয়া সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে (১৯৭৯-১৯৮৫) নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় (১৯৮৬) লেখাপড়া শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে উন্নত শিক্ষা অর্জনের জন্য চাচা মাওলানা ফারুকের বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী বর্তমান বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের সুযোগ্য মাননীয় সভাপতি ড. অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফীর (হাফেজাহুল্লাহ) হাত ধরে ভারতের উত্তর প্রদেশ পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে প্রথমে (১৯৮৮-৮৯) এক বছর আজমগড় মাওনাথ ভঞ্জনের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ জামেয়া আলিয়া আরাবিয়ায় অধ্যয়ন করে পরবর্তী বছর ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া সালাফিয়া বেনারসে (১৯৮৯-৯১) দু বছর অধ্যয়ন করেন। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা তুঙ্গে উঠলে পরিবারের পরামর্শক্রমে ঢাকাস্থ সালাফীদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদারাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায় পুনরায় ফিরে এসে ১৪১৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৬ সালে দাওরায়ে হাদীস কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এর মাঝেই লেখক তাঁর সম্মানিত চাচা বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামাহ মুহাদ্দিস আবু নোমান আব্দুল মান্নান বিন হেদায়েতুল্লাহ ﵀-এর নিকট মেশকাতুল মাসাবীহসহ অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করেন।

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডের অধীনে কামিল (হাদীস) সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন।

তিনি উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পেয়ে ১৯৯৬ সালে মদীনা গমন করেন এবং ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২০০০ সালে তিনি সফলভাবে লিসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিক্ষকতা : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াতে (১৯৯৬) শিক্ষকতা করেন।

কর্মজীবন : সম্মানিত শাইখ লেখাপড়া শেষ করার পর থেকে অদ্যাবধি পশ্চিম দীরা ইসলামী সেন্টারে কর্মরত আছেন এবং তিনি কয়েক বছর হজ্জ চলাকালীন সরকারী অনুবাদকের দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করেন। বিভিন্ন দাওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ অনুবাদ, সঙ্কলন ও সম্পাদনার কাজে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তাঁর সঙ্কলিত বইয়ের সংখ্যা ১৯টি, অনূদিত বই ও পুস্তিকা ৪৮টি এবং সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা ৩৬টি। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুল সালামে অনুবাদ, গবেষণা, তাহকীক ও সম্পাদনার কাজ করেছেন। সেখানে তিনি কুরআনুল কারীমের সম্পাদনা ও সহীহুল বুখারীর অনুবাদ সম্পাদনা ও টীকা সংযোজন করেন।

তিনি দীরা ইসলামী সেন্টারে কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সৌদি আরবের আল-রিসালাহ টিভি চ্যানেলে নিয়মিত সাপ্তাহিক বাংলা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রসিদ্ধ আল মাজদ টিভিতে মাঝে মাঝে বাংলা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

প্রকৃত জ্ঞানীর জ্ঞানপিপাসা কখনোই মেটে না। তাই সম্মানিত শাইখ দ্বীনি খিদমতের পাশাপাশি এখনও একাডেমিক লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। মহান রব সম্মানিত শাইখের জ্ঞানভাণ্ডারে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি দান করুন এবং তাঁর ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দীর্ঘ নেক হায়াত প্রদান করত ইসলাম ও মুসলিমের খিদমতে আরো বেশি অবদান রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রস্তুতকরণে
মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

সূচিপত্র

ভূমিকা **২১**

প্রথম অধ্যায় **২৩**

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ (ইবাদতের তাওহীদ) ২৩

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ-এর সংজ্ঞা ২৩

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠায় কুরআন ২৩

তাওহীদে উলূহিয়্যাহর অপরিহার্যতার দলীল ২৪

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ ও উলূহিয়্যাহর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ২৬

তাওহীদে উলূহিয়্যার (ইবাদতের) বাস্তবতা ও তাৎপর্য ২৭

তাওহীদের ফযীলত ৩১

গুনাহগার তাওহীদবাদী মুসলিমের জন্য জাহান্নামের হুশিয়ারী সম্পর্কিত মাসয়ালা ৩২

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্য দেয়াই তাওহীদে উলুহিয়্যাহ ৩৩

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যের অর্থ ৩৪

কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর বিশ্লেষণ ৩৪

কালেমায়ে শাহাদত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র ফজীলত ৩৫

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তাবলী ৪১

১। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ইলম অর্জন করা	৪১
২। ইয়াকীন-দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহ-সংশয়ের পরিপন্থী	৪২
৩। ইখলাস-একনিষ্ঠতা	৪৩
৪। সততা-সত্যবাদিতা যা মিথ্যার পরিপন্থী	৪৩
৫। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর দাবীকে আন্তরিক, মৌখিক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে কবূল করা	৪৫
৬। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর দাবী মেনে বাস্তবে রূপ দেয়া, এর বিপরীত হলো বর্জন করা	৪৭
৭। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর প্রতি, তার দাবী ও সে অনুযায়ী আমলকারীদের প্রতি ভালবাসা রাখা এবং যে তা ভঙ্গ করবে তার প্রতি ঘৃণা রাখা	৪৮
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তের শিক্ষা	৪৯
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রতি দাওয়াত	৫২
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাস্তবায়নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	৫৩
কালেমার দাবি অনুযায়ী মিত্রতা ও বৈরিতা	৫৫
মু'মিনদের সাথে মিত্রতার লক্ষণ ও তার বিপরিত হতে সতর্কতা	৫৬
কাফেরদের সাথে মিত্রতার আলামত হতে সতর্কতা	৬৬
▣ কাফেরদের দেশে সফরের হুকুম	৬৭
▣ কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য পোষণের হুকুম	৬৭
হিজরত	৬৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	**৭০**
ইবাদতের বর্ণনা	৭০
ফরজ ও ফরজ নয় এর ভিত্তিতে ইবাদতের প্রকারভেদ	৭০
১। ফরজ ইবাদতসমূহ	৭০
২। সুন্নাত ইবাদতসমূহ	৭১
আল্লাহর দাসত্বের অর্থ	৭১
সঠিক ইবাদতের ভিত্তি : ভালবাসা, ভয় ও আশা	৭২
যে সব বিষয় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত	৭৪
১। সমস্ত সৎ আমলই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত	৭৪
২। আদত-অভ্যাসও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়	৭৪
৩। চিন্তা-দুঃখও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়	৭৪

ইবাদতের রুকন বা ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত ৭৬
■ প্রথম শর্ত : ইখলাস ৭৬
■ ইবাদতের দ্বিতীয় রুকন বা শর্ত রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ ৭৮
■ উভয় শর্তের কোন শর্ত পূর্ণ না হলে আমলের হুকুম ৭৯
বিদ‘আতীর আমল ৮০
ইবাদতের উল্লেখযোগ্য প্রকারসমূহ ৮১
১। দোয়া প্রার্থনা ৮১
২। আল্লাহর নিকট তাওবাহ করা ৮৯
৩। ভয়-ভীতি ৯১
৪। আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখা ৯৪
৫। বিনয়-নম্রতা-বশ্যতা, আল্লাহর জন্য অবনত হওয়া এবং তাঁর নিকট যে উত্তম বিনিময় রয়েছে তার আকাঙ্ক্ষা করা ৯৭
৬। সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা ১০০
৭। কুরআন তেলাওয়াত ১০৫
৮। আকাঙ্ক্ষা– আল্লাহর দীদার (সাক্ষাৎ) কামনা করা ১০৯
৯। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ও শরণাপন্ন হওয়া। ১১২
১০। আল্লাহর নিকট কল্যাণ লাভ করা ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা ১২৪
১১। ভালবাসা-মুহাব্বত ১২৭
মুহাব্বতের প্রকারভেদ ১২৮
১। এমন ভালবাসা যা আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ১২৮
২। আল্লাহর জন্য ভালবাসা ১২৮
৩। আল্লাহর সাথে ভালবাসা ১২৮
৪। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে ভালবাসা কিন্তু শিরক নয় ১২৮
৫। স্বভাবগত ভালবাসা ১২৯
১২। আল্লাহর ভয়-ভীতি ১৩৭
ভয়ের প্রকারভেদ ১৩৭
১। আল্লাহর ভয় ১৩৭
২। গোপনে ভয় করা (এ ভয় শিরক) ১৩৮
৩। হারাম ভয় ১৩৮

৪। স্বভাবগত ভয়– এমন ভয় জায়েয ১৩৮
১৩। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া ১৪৫
সাহায্য প্রার্থনার প্রকারভেদ ১৪৫
১৪। জবাই করা ১৪৮
জবাইয়ের প্রকারভেদ ১৪৯
১। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য জবাই এটি একটি ইবাদত ১৪৯
২। স্বাভাবিক জবাই ১৫০
৩। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবাই ১৫০
৪। বিদ'আতী জবাই ১৫১
বৈধ জবাইয়ের প্রকারভেদ ১৫১
১। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা ইবাদতমূলক জবাই ১৫১
২। সাধারণ জবাই ১৫১
জবাই সম্পর্কে কতিপয় মাসআলা ১৫২
১৫। মানত মানা ১৫৬
মানতের প্রকারভেদ ১৫৬
মানতের ক্ষেত্রে কতিপয় মাসয়ালা ১৫৮
মানত সম্পর্কিত যা কিছু নিষেধ ১৬১
যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কোন ইবাদত করে ১৬২
তৃতীয় অধ্যায় ১৬৪
আল কুফর ১৬৪
কুফরের প্রকারভেদ ১৬৪
কুফরের প্রথম প্রকার: বড় কুফর যা ইসলাম হতে বের করে দেয় ১৬৫
১। মিথ্যা আরোপজনিত কুফর ১৬৫
২। সত্য জানার পরও প্রত্যাখ্যান ও অহঙ্কারজনিত কুফর ১৬৫
৩। সন্দেহজনিত কুফর ১৬৫
৪। উপেক্ষাজনিত কুফর ১৬৬
৫। মোনাফেকীজনিত কুফরী ১৬৬
এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী– ১৬৬
৬। ঠাট্টা বিদ্রূপজনিত কুফর ১৬৬
৭। আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া বিচার ফয়সালা করা ১৬৭

৮। নামায পরিত্যাগজনিত কুফরী ১৬৭
৯। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ইবাদত পালনজনিত কুফর ১৬৮
১০। প্রয়োজনে দ্বীনের জ্ঞাত বিষয়কে অস্বীকারজনিত কুফর ১৬৮
দ্বিতীয় প্রকার : ছোট কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে না ১৬৮
১। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করা ১৬৮
২। মো'মিনের সাথে লড়াই করা ১৬৯
৩। না জেনে বংশ বা রক্ত সম্পর্ক দাবী করা বা তা অস্বীকার করা ১৬৯
৪। মৌখিকভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা ১৬৯
৫। বংশের খোঁটা দেয়া ও মৃত্যুতে বিলাপ করা ১৭০
৬। মুসলমানদের আপোষে ঝগড়ায় একে অপরকে হত্যা করা ১৭০
বড় কুফর ও ছোট কুফরের পার্থক্য ১৭১
কুফর ও শিরকের কারণ ১৭৪
১। সৎ লোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ১৭৪
২। দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ১৭৯
৩। তারকা, নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ১৮১
৪। অহংকার ১৮২
৫। তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ ১৮৪
৬। অজ্ঞতা ও ইলম অর্জন করে ভুলে যাওয়া ১৮৫
৭। শয়তানী কুমন্ত্রণা ও সৃষ্টজীবের উপর সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা ১৮৭
৮। শরীকগণ কর্তৃক কুফর ও গুমরাহীকে সুন্দর করে দেখান ১৯০
৯। হিংসা-বিদ্বেষ ১৯১
১০। মানুষের নিকট যা কিছু মিথ্যা রয়েছে তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া এবং নিজে যতটুকু শিখেছে তা নিয়েই গর্ব করা ১৯৩
১১। ধন-সম্পদ ও সম্মানের লোভ ১৯৪
১২। পরকাল ও তার প্রতিদানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা ১৯৬
১৩। রাজত্ব ও সম্মান বা পদ হারানোর ভয় ১৯৭
১৪। সৃষ্টিজগত ও শরীয়তের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা ১৯৮
১৫। হত্যা, শাস্তি ও বিপদ-আপদে পতিত হওয়ার ভয় ২০০
চতুর্থ অধ্যায় ২০২
শিরক ২০২
শিরকের প্রকারভেদ ২০৩

প্রথম প্রকার : বড় শিরক ২০৩
দ্বিতীয় প্রকার : ছোট শিরক ২১০
১। ছোট শিরক হচ্ছে : রিয়া বা দেখানোর জন্য আমল করা ২১১
২। ছোট শিরক হচ্ছে : খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য আমল ২১৩
৩। ছোট শিরক হচ্ছে : মৌখিক প্রকাশ্য শিরক ২১৬
৪। ছোট শিরক হচ্ছে : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ্য শিরক ২১৮
বনী আদমের মাঝে যেভাবে শিরকের প্রবেশ ঘটে ২২০
বড় শিরক ও ছোট শিরকের মাঝে পার্থক্য ২২৫
পঞ্চম অধ্যায় ২২৬
মোনাফেকী ২২৬
▣ প্রথমত : বিশ্বাসগত মোনাফেকী ২২৬
বিশ্বাসগত (বড়) মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ২২৭
বিশ্বাসগত মোনাফেকীর প্রকার ২৩৮
মোনাফেকীর দ্বিতীয় প্রকার : কর্মগত বা ছোট মোনাফেকী ২৩৮
▣ বিশ্বাসগত ও কর্মগত (বড় ও ছোট) মোনাফেকীর পার্থক্য ২৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায় ২৪৪
কতিপয় শিরকী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা ২৪৪
তাবীজ-কবচ শিরকী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ২৪৪
তাবীজ-কবচের প্রকারভেদ ২৪৭
যাদুময় ঝাড়ফুঁক, শয়তানী মন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র শিরকী কর্মের অন্তর্ভুক্ত ২৫০
ঝাড়-ফুঁকের প্রকারভেদ ২৫১
▣ প্রথম প্রকার : বৈধ ঝাড়ফুঁক ২৫১
ঝাড়-ফুঁক বৈধ হওয়ার শর্তাবলী ২৫৪
শরীয়তসম্মত ঝাড়-ফুঁকের প্রকার ২৫৪
▣ শরয়ী ঝাড়-ফুঁকের প্রথম প্রকার : কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক ২৫৪
▣ শরয়ী ঝাড়-ফুঁকের দ্বিতীয় প্রকার : সহীহ হাদীস দ্বারা যেমন ২৫৬
ঝাড়-ফুঁকের সুন্নতী পদ্ধতি ২৬১
▣ শরয়ী ঝাড়-ফুঁকের তৃতীয় প্রকার : অন্যান্য দোয়ার ঝাড়-ফুঁক ২৬৪
ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ ২৬৫
▣ ঝাড়-ফুঁকের দ্বিতীয় প্রকার : অবৈধ ২৬৫

যেসব কারণে ঝাড়-ফুঁক করা যায় ২৬৬
বদ নজরের চিকিৎসা ২৬৯
এমন কিছু যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত ২৭১
যেসব বস্তুতে আল্লাহ্ বরকত দিয়েছেন তার প্রকার ২৭৩
বরকত লাভের জন্য যা করণীয় ২৭৭
অবৈধ বরকত গ্রহণ ২৮৫
কবর যিয়ারত ২৮৭
▣ প্রথম প্রকার : শরীয়তসম্মত যিয়ারত ২৮৭
কবর যিয়ারতের আদব ও সুন্নাতসমূহ ২৮৮
জীবিতদের কোন কিছু মৃতের শ্রবণ করা ২৯১
▣ কবর যিয়ারতের দ্বিতীয় প্রকার : বিদয়াতী যিয়ারত ২৯১
▣ কবর যিয়ারতের তৃতীয় প্রকার : শিরকী যিয়ারত ২৯৩
কবর মাজারবাসীদের নিকট দোয়া-প্রার্থনাকারীদের প্রতি আহ্বান ২৯৩
▣ কবর যিয়ারতের চতুর্থ প্রকার : হারাম যিয়ারত ২৯৬
কবরের হুকুম ২৯৭
যাদু সম্পর্কে কতিপয় বিষয় ২৯৯
১। যাদুর পরিচয় ২৯৯
২। যাদুর হুকুম ২৯৯
৩। যাদুর হাকীকত বা বাস্তবতা ২৯৯
৪। নবী ﷺ কে যাদু করা হয়েছিল ৩০০
৫। যাদু শেখার অপকারিতা ৩০২
৬। যাদু একটি মহা কাবীরা গুনাহ ৩০২
৭। যাদুকরের সাজা ৩০৩
৮। যাদুকরের তাওবা ৩০৩
৯। অধিকাংশ যাদু ব্যবহারকারী যারা ৩০৩
১০। যাদু হতে বাঁচার উপায় ৩০৪
যাদুর প্রকার ৩০৫
যে যাদু করাতে চায় তার হুকুম ৩০৭
যাদুর মতো কিন্তু যাদু নয় ৩০৭
যাদুর চিকিৎসা ৩১০

জ্যোতিষী, গণক ইত্যাদি প্রসঙ্গ ৩১২
(ক) কাহেনের পরিচয় ৩১২
(খ) আররাফ কে? ৩১২
(গ) কাহানাহ বা ভাগ্য গণনার হুকুম ৩১৩
(ঘ) গণক যে পদ্ধতিতে মানুষের নিকট আসে ৩১৩
(ঙ) গণক ও তাদের নিকট যারা আসে তাদের প্রসঙ্গ ৩১৩
পাখি দ্বারা অশুভ বা কু লক্ষণ নির্ণয় ৩১৭
অশুভ নির্ণয় করা দু প্রকার ৩১৯
মুসলিম এবং অশুভ নির্ণয় ৩১৯
রোগ সংক্রমিত হওয়া প্রসঙ্গ ৩২৪
▣ রোগ সংক্রমণ বিশ্বাস হারাম আর তা দু প্রকার ৩২৪
জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে যা কিছু এসেছে ৩২৭
ইলম অর্জন দ্বারা মানুষের দুনিয়া অর্জনের নিয়ত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত ৩৩১
আল্লাহর হারাম ও হালাল করা বিষয়ে ইমাম ও শাসকদের অনুসরণ করা ৩৩৫
আল্লাহর নি'য়ামত প্রসঙ্গ ৩৪০
আল্লাহর শপথ ও অন্যের শপথ প্রসঙ্গ ৩৪৪
কালকে মন্দ বলা ৩৫১
'যদি' শব্দের প্রয়োগ ৩৫৪
যেসব অবস্থায় 'যদি' শব্দের ব্যবহার বৈধ ৩৫৬
প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ৩৫৭
সপ্তম অধ্যায় ৩৬০
পাপসমূহ ৩৬০
▣ প্রথম প্রকার : আল্লাহর সাথে শিরক করা ৩৬০
বড় শিরকের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি বিষয় ৩৬১
▣ দ্বিতীয় প্রকার : ছোট শিরক (যেমন রিয়া তথা লোক দেখানো) ৩৬৩
▣ তৃতীয় প্রকার : শিরক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহ ৩৬৩
যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে তার কয়েকটি অবস্থা ৩৬৩
কবীরা গুনাহ সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় ৩৬৪
▣ চতুর্থ প্রকার : সগীরা তথা ছোট গুনাহসমূহ ৩৬৬